দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৭ ...

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগে বিভ্রাট

বিগত এপ্রিল '৯২ মাসে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সময়ের স্বল্পতাসহ নানাবিধ অসংগতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জনমনে সংশয় দেখা দেয়ায় কর্তৃপক্ষ সদয় হয়ে নভেম্বর '৯২ মাসে দৈনিক ইনকিলাবসহ বিভিন্ন পত্রিকায় স্বল্প সময়সীমা দিয়ে শুধু সহকারী শিক্ষিকা পদের "সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি" প্রকাশ করেন।

এই সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত (খ) এবং শর্তাবলীর (গ) (১) প্যারা সম্পর্কে ইতিমধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণসহ সম্পৃক্ত মহল অপব্যাখ্যা দিয়ে বহু আবেদনপত্র খারিজ করার অপচেষ্টা করছেন বলে অনেক পদপ্রার্থী অভিযোগ ব্যক্ত করেন। কোন কোন মহল এই বিজ্ঞপ্তির (খ) প্যারা বর্ণিত "কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ"-কে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ২য় বিভাগকে বুঝাবার চেষ্টা করছেন। আবার পদপ্রার্থীগণসহ অন্যান্য মহল এটাকে এইচএসসি ৩য় বিভাগ বুঝাচ্ছেন। কারণ শর্তাবলীর (ছ) (২) প্যারায় এইচএসসি-এর সমমান হিসাবে ফাজিল ও আলিম ২য় বিভাগ বিধায় ফাজিল ও আলিম-এর ক্ষেত্রে ২য় বিভাগ গণ্য হয়। অপরদিকে এইচএসসি ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ পদপ্রার্থী ঐ ধারণায় আবেদনপত্র দাখিল করেছেন। অপরদিকে, দাখিলকৃত আবেদনপত্র নাকচ হলে তবে আবেদনপত্রের সাথে প্রেরিত ৫০/- টাকার ব্যাংক ড্রাফ/পে-অর্ডার ফেরতযোগ্য হবে কি-না সেই বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা বিদ্যমান। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সৃষ্ট মতবিরোধ, সংশয় ও বিভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যে সঠিক ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।

একইভাবে শর্তাবলীর (গ) (১) প্যারা মোতাবেক বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল/সাময়িক সনদপত্র গ্রহণযোগ্য হলেও বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত "পরীক্ষা পাসের ফলাফল বিবরণী" গ্রহণযোগ্য হবে না বলে ঐ মহল বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার করছেন। ফলে, ঐ রূপ পরীক্ষা পাসের ফলাফল বিবরণী দাখিলকারী পদপ্রার্থীগণ সংশয় ও বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। অবশ্য সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তিকালে ঐরূপ ফলাফল বিবরণী বৈধ হলে তবে চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে তা কোন যুক্তি ও আইন বলে গ্রহণযোগ্য হবে না তারও ব্যাখ্যা থাকা দরকার।

প্রসংগতঃ বহু পদপ্রার্থীর অভিযোগ হলো যে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষাসমূহের বিধিবদ্ধ "কনভোকেশন" অনুষ্ঠান ছাড়া মূল সনদপত্র "ইস্যু ও বিতরণ"-এর বিধান নেই। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্যে সাময়িক সনদপত্র ইস্যু ও বিতরণ করে। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট "ইস্যু ও বিতরণ"-এর ক্ষেত্রে "কনভোকেশন" অনুষ্ঠান করার কোন বিধান নেই বলে পূর্বকালে ঐরূপ পরীক্ষা পাসের মূল সনদপত্র ৩/৪ মাসের মধ্যে ইস্যু ও বিতরণ করা হত। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা ঐরূপ সাময়িক সনদপত্র সরাসরি বোর্ড হতে সংগ্রহ করতে পারেন না বা নানাবিধ আর্থিক অসুবিধা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এই পদ্ধতি প্রবর্তিত থাকার কারণে মূল সনদপত্র ইস্যু ও বিতরণ বছরের পর বছর পড়ে থাকে। উপমাস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৯০ সন হতে ১৯৯২ সন পর্যন্ত সময়ের মূল সনদপত্র ইস্যু ও বিতরণ এখনও করা হয়নি। ফলে শিক্ষা বোর্ডসমূহের লক্ষ লক্ষ মূল সনদপত্র ইস্যু ও বিতরণ দীর্ঘদিন ধরে জ্যাম হয়ে পড়ছে। এই "মূল সনদপত্র" জ্যামের ফলশ্রুতিতে বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী বিভিন্ন পেশা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা ও হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন।

অতএব, উল্লেখিত অসংগতি ও সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম আশু গ্রহণের জন্য সদাশয় সরকারসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট আবেদন জানাচ্ছিঃ

(১) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শিক্ষাগত যোগ্যাতার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাসের বিভাগ/শ্রেণীর সঠিকতা নিরূপণের পরিষ্কার ব্যাখ্যা।

(২) শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত "পরীক্ষা পাসের ফলাফল বিবরণী" প্রযোজ্য বলে ঘোষণা দেয়া।

(৩) আলোচ্য সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মেয়াদকাল আরও ১ মাস বর্ধিত করা।

(৪) মূল সনদপত্রের জ্যাম নিরসনের বাধ্যতামূলকভাবে পরীক্ষা পাসের ফলাফল ঘোষণার তারিখ হতে ৬ মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি "মূল সনদপত্র" বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় ইস্যু ও বিতরণের ব্যবস্থা করা।

—সামসুদ্দিন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোরআন শিক্ষা

যেহেতু কোরআন আল্লাহর কিতাব, তাই সমস্ত মানুষের উপর কোরআন শিক্ষা ফরয হয়েছে। যার অন্তরে কোরআনের আলো নেই তার অন্তর শূন্য। যে কোরআন শেখেনি তার জ্ঞানের পূর্ণতা ঘটেনি। আজ দেশের অধিকাংশ লোক কোরআন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়। অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি কোরআন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। কোরআনের দ্বারা দেশের তথা সমাজের উন্নতি সাধন করা যায়। তাই আমাদের দাবী, সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোরআন ক্লাস চালু করা হোক।

—আরিফুল ইসলাম